কুষ্টিয়ায় স্ত্রীকে হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকর্মী এবং দুই সন্তানের জননী ডলি খাতুনকে গলা টিপে হত্যার ঘটনায় স্বামী আসাদুজ্জামান কামাল কবিরাজকে (৪২) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সাথে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. তাজুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার সময় দন্ডপ্রাপ্ত আসামি আসাদুজ্জামান কামাল কবিরাজ আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

পরে তাকে কড়া পুলিশ পাহারায় জেলা কারাগারে পাঠানো হয়। দন্ডপ্রাপ্ত আসাদুজ্জামান কামাল কবিরাজ মিরপুর উপজেলার শামুখিয়া গ্রামের হান্নান ওরফে সন্টু কবিরাজের ছেলে।

কুষ্টিয়া জজ কোটের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মিরপুর উপজেলার পশ্চিম চুনিয়াপাড়া গ্রামে বাহারুল ইসলামের মেয়ে ডলি খাতুনের সাথে ১৪ বছর আগে পারিবারিকভাব বিয়ে হয় একই উপজেলার শামুখিয়া গ্রামের হান্নান ওরফে সন্টু কবিরাজের ছেলে আসাদুজ্জামান কামাল কবিরাজের।

বিয়ের পর থেকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ডলির সাথে কামালের পারিবারিক কলহ লেগেই থাকতো। এর মধ্যেই ডলি মিরপুর থানার তালবাড়ীয়া পরিবার পরিকল্পনা অফিসে স্বাস্থ্য সহকারী পদে চাকরি পান। চাকরি পাওয়ার পর থেকে ডলি খাতুনের ওপর তার স্বামী কামাল নির্যাতনের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেন।

এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালের ১৫ এপ্রিল সকালে আসাদুজ্জামান কামালের সাথে তার স্ত্রী ডলির কথা কাটাকাটি এবং ধস্তাধস্তি হয়। এর এক পর্যায়ে কামাল তার স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করে।

এ ঘটনায় নিহত ডলির পিতা বাহারুল ইসলাম বাদী হয়ে একইদিনে মিরপুর থানায় ডলির স্বামী আসাদুজ্জামান কামাল কবিরাজ, তার পিতা সন্টু কবিরাজ এবং মাতা আমেনা খাতুনকে আসামি একটি হত্যা মামলা দায়ের

করেন।

গ্রেফতারের পর স্ত্রী ডলিকে গলা টিপে হত্যার দায় স্বীকার করে আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী প্রদান করেন আসাদুজ্জামান কামাল কবিরাজ।

দীর্ঘ তদন্ত শেষে আসাদুজ্জামান কামালকে অভিযুক্ত করে ২০১৯ সালে ২৬ জুন মামলার চুড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই আবু বক্কার। পরে দীর্ঘ শুনানি শেষে ১৪ জন স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত এ রায় ঘোষণা করেন।

ঝিনাইদহ কালীগঞ্জে স্ত্রী হত্যাকারী পাষণ্ড স্বামী আটক

ঝিনাইদহ কালীগঞ্জে পাষণ্ড স্বামী কর্তৃক স্ত্রী হত্যাকারী মতিয়ার আটক তার ভাষ্যমতে ঘরে থাকা গরু খুটা পোতা কাঠের খেটে দিয়ে মাথায় কয়েকবার আঘাত করি।

এসময় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর মারা গেছে বুঝতে পেরে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। গত ৯ অক্টোবর দিবাগত রাত ১২ টার দিকে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার ৬নং ত্রিলোচনপুর ইউনিয়নের চাঁদবা গ্রামে পারুল বেগম (৩৫) নামে এক গৃহবধূ হত্যাকারী স্বামী মতিয়ার রহমান এভাবেই পুলিশের কাছে জবানবন্ধি দেন।

হত্যার দুইদিন পর শুক্রবার দুপুর দুইটার দিকে যশোর সদর উপজেলা ফুলবাড়ি ইউনিয়নের লেবুতলা গ্রাম থেকে তাকে আটক করে কালীগঞ্জ থানার পুলিশ। এরপর বিকালে পুলিশ স্বামীকে নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

এসময় হত্যার গুরুত্বপূর্ণ আলামত উদ্ধার করে পুলিশ। সেখানে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন কালীগঞ্জ থানার ওসি আব্দুর রহিম মোল্লা।

ওসি আব্দুর রহিম মোল্লা জানান, ঘটনার পর থেকে মতিয়ার রহমান

পলাতক ছিল। এরপর তাকের ধরার জন্য বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয়। শুক্রবার গোপন সংবাদে জানতে পারি, সে যশোরের লেবুতলা গ্রামে অবস্থান করছে।

সংবাদ পেয়ে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সেখানে থেকে তাকে আটক করা হয়। নিহতের প্রতিবেশিরা জানিয়েছে, প্রায়ই মতিয়ার পারুল দম্পতির মধ্যে সংসারের নানা বিষয় নিয়ে ঝগড়া হতো। ঘ

টনার দিন রাতেও তাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। তবে, প্রতিনিয়ত এমন ঘটনা ঘটায় প্রতিবেশিরা গুরুত্ব দেয়নি। বুধবার সকালে পারুলকে মৃত অবস্থায় ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়।

পরে পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে। নিহতের সংসারে দুই মেয়ে রয়েছে। এরমধ্যে এক মেয়ে প্রতিবন্ধি ও এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে।

স্বামীকে কুপিয়ে গুরুতর জখম স্ত্রী সহ সন্তান আটক

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় গভীর রাতে স্বামীকে হত্যার উদ্দেশ্যে কুপিয়ে মাথায় দা ঢুকিয়ে রাখলো স্ত্রী। বুধবার দিবাগক রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার ৩নং দিগনগর ইউনিয়নের দেবতলা গ্রামের কাঠ ব্যবসায়ী উজ্জল শেখকে (৪০) কুপিয়ে গুরুতর জখম করে তার স্ত্রী মাজেদা বেগম।

ঘটনার পরপরই উজ্জলের সন্তান ও প্রতিবেশীরা মাথায় দা ঢোকানো অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ভর্তি করে। অবস্থার অবনতি হলে মুমুর্ষ অবস্থায় রাতেই তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয় বলে পারিবারিক সুত্রে জানা যায়।

এ ঘটনায় শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বজলুর রহমান ও সেকেন্ড অফিসার মাহফুজুর রহমার বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে স্ত্রী মাজেদা বেগম ও ছোট ছেলে হৃদয় হোসেনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে থানায় নিয়ে আসে। আহত উজ্জল

বাহাদুরপুর গ্রামের সাত্তার শেখের ছেলে।

উজ্জল হোসেনের বোন জোসনা খাতুন জানান, তার ভায়ের সাথে মাজেদা বেগমের আনুমানিক ২০ বছরের সংসার। শিশু অবস্থায় মা মারা যাওয়ার পর থেকেই উজ্জল দেবতলা গ্রামে নানীর কাছে বড় হয়েছে। তার দুটি সন্তান। বেশ কয়েক বছর উজ্জলের সাথে স্ত্রীর সম্পর্ক ভালো না। প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকে।

ঘটনার রাতে সাড়ে ১২টার দিকে পাশের রুমে ঘুমন্ত অবস্থার দুই সন্তানকে মা মাজেদা বেগম বলে তোর বাবাকে কে যেন খুন করেছে। এর পরপরই দুই সন্তান মাথায় দা ঢোকানো অবস্থায় বাবাকে উদ্ধার করে শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। অবস্থার অবনতি হলে মুমুর্ষ অবস্থায় সেখান থেকে তাকে কুষ্টিয়া ও পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। তার অবস্থা আশংকাজনক।

এ ঘটনায় উজ্জলের স্ত্রী ও ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ আটক করেছে বলে জোসনা খাতুন জানান।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বজলুর রহমান বলেন, উপজেলার দেবতলা গ্রামে স্বামীকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করার ঘটনায় আহত উজ্জল শেখের স্ত্রী মাজেদা বেগম ও তার এক সন্তানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।